জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

১৭ জুন (বুধবার)

[**সময়কালঃ ১৭.০৬.২০২০–২১.০৬.২০২০**]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ফারহানা হক, সবুজ রায়
ই-মেইলঃ pdamisdp@dae.gov.bd
ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে প্রবল অবস্থায় রয়েছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ী দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসাথে দেশের কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে। পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে ভারী (৪৪-৮৮ মি.মি./দিন) থেকে অতি ভারী (≥৮৯ মি.মি./দিন) বর্ষণ হতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা ১-২ ডিগ্রী সে. হ্রাস পেতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি অব্যাহত থাকতে পারে। এছাড়াও, মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিনে দেশের প্রায় সকল জেলায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আগামী ১০ দিনের সম্ভাব্য পূর্বাভাস (প্রকাশের তারিখ: ১৫ জুন,২০২০):

- ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর পানি সমতল আগামী ১০ দিন বাড়তে পারে। এই সময় কোন কোন জায়গায় পানি সমতল বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমার ১ মিটার এর মধ্যে আসতে পারে। আপাতত ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর অববাহিকায় বন্যা হওয়ার (বিপদসীমা অতিক্রমের) সম্ভাবনা নেই।
- গঙ্গা নদীর পানি সমতল বাড়তে পারে। আপাতত গঙ্গা নদীর অববাহিকায় বিপদসীমা অতিক্রমের সম্ভাবনা নেই।
- ঢাকার চারপাশের নদীসমূহের পানি সমতল বাড়তে পারে। ঢাকার চারপাশের নদীসমূহের অববাহিকায় বিপদসীমা অতিক্রমের সম্ভাবনা নেই।

বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা থাকায় এসব বিভাগের জেলাগুলোর জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

১। সেচ, সার ও বালাইনাশক প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন।

২। বৃষ্টি না থাকলে দ্রুত পরিপক্ক সবজি ও উদ্যানতাত্বিক ফসল সংগ্রহ করে নিরাপদ ও শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করুন অথবা বৃষ্টিপাতের পর ফসল সংগ্রহ করুন।

৩। খামারজাত সকল পণ্য নিরাপদ স্থানে রাখুন।

৪। নিষ্কাশন নালা পরিষ্কার রাখুন যেন জমিতে পানি জমে না থাকতে পারে।

৫। দন্ডায়মান ফসলকে অতিবৃষ্টির ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য আউশ ধানের জমির আইল উঁচু করে দিন।

৬। আখের ঝাড় বেঁধে দিন, কলা ও অন্যান্য উদ্যানতাত্বিক ফসল এবং সবজির জন্য খুঁটির ব্যবস্থা করুন।

৭। পুকুরের চারপাশ জাল দিয়ে ঘিরে দিন যেন ভারী বৃষ্টিপাতের পানিতে মাছ ভেসে না যায়।

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

বোরো ধান:

- বৃষ্টিপাতের পর পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় রাখুন। ফসল সংগ্রহ করার সময় কৃষকদের মধ্যে যথাযথ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

- সংগ্রহ করার পর শস্য রোদে শুকিয়ে ছায়াযুক্ত স্থানে রেখে ঠান্ডা করে বায়ুনিরোধক পাত্রে নিরাপদ জায়গায় সংরক্ষণ করুন।
- ফসল সংগ্রহের পর দ্রুত জমি চাষ করুন অথবা সবুজ সার জাতীয় ফসল বপন করুন।
- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।

আউশ ধান:

রিকভারি থেকে কুশি পর্যায়-

- জমির পানির স্তর ৩-৪ ইঞ্চি বজায় রাখুন।
- রোগবালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- আউশ ধানে পানি নেমে যাওয়ার ৫-৭ দিন পর গ্যাপ ফিলিং করে পটাশ সার এবং তার ৩-৫ দিন পর ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করুন। ধান আগাম কুশি বের হওয়া পর্যায়ে থাকলে এখনই ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা যাবে না। ৫-৭ দিন পর প্রয়োজন হলে কুশি ভেঙে গ্যাপ ফিলিং করে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। তবে এখন সব ধরনের জমিতেই বিঘা প্রতি অতিরিক্ত ৫ কেজি পটাশ সার ব্যবহার করা ভাল।
- যদি থ্রিপস ও সবুজ পাতা ফড়িং এর সংখ্যা ২৫% এর বেশী হয় তাহলে ১ লিটার পানিতে ১ মিলি হারে ম্যালাথিয়ন গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

আমন ধান:

- আমন ধানের বীজতলা তৈরি করুন।
- বপনের আগে বীজ ডায়থেন এম ৪৫ দিয়ে শোধন করে নিন
- দাপোগ পদ্ধতিতে নার্সারী বেড তৈরি করুন।
- ভারী বৃষ্টিপাত ও বন্যার ক্ষতি কমানোর জন্য সমবায়ভিত্তিক বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে।

ভুট্টা:

- পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করুন। ফসল পরিপক্ক অবস্থায় পাখির আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- ফল আর্মি ওয়ার্ম এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। ডিমের স্তুপ ও ক্যাটারপিলার হাত দিয়ে ধ্বংস করুন। পর্যবেক্ষণের জন্য ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করা যেতে পারে। আক্রমণ বেশি হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

চীনা বাদাম:

- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- বৃষ্টি না থাকলে পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করুন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে টিক্কা রোগের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হেক্সাকোনাজল অথবা ১ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।

- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

সবজি:

- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- পটল, কাকরোল প্রভৃতি সবজির ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য হাত দিয়ে পরাগায়ন করানো যেতে পারে। নিয়মিত আন্ত:পরিচর্যা করতে হবে।
- গাছের গোড়া ও কান্ডে লেগে থাকা আঠালো কাদা পরিষ্কার পানি স্প্রে করে ধুয়ে ফেলুন। পচে যাওয়া থেকে রক্ষার জন্য প্রতি লিটার পানিতে ৪ গ্রাম হারে কপার অক্সিক্লোরাইড মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- টমেটো, মরিচ ও বেগুন গাছ বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বেঁধে রাখুন।
- জমিতে যেন পানি জমে থাকতে না পারে সেজন্য পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা রাখুন। জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- দন্ডায়মান ফসলে সেচ, সার, বালাইনাশক প্রদান ও আন্ত:পরিচর্যা করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিপক্ক ফসল দ্রুত সংগ্রহ করে নিরাপদ জায়গায় সংরক্ষণ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল:

- কলায় সিগাটোকা লীফ স্পট রোগের আক্রমণ দেখা দিলে বেশী আক্রান্ত পাতা কেটে সরিয়ে ফেলে প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি প্রোপিকোনাজল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- কেটে আনা কলার কাঁদি শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করুন যেন বৃষ্টিপাতের কারণে রোগের আক্রমণ না হতে পারে।
- ঝোড়ো হাওয়ার কারণে ঢলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য কলাগাছ, ফলের ছোট গাছ ও সবজিতে খুঁটির ব্যবস্থা করুন, আখের ঝাড় বেঁধে দিন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে নারিকেলের বাড রট রোগ দেখা দিতে পারে। ১% বোর্দো মিক্সচার প্রয়োগ করুন।
- ফল বাগান থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য নিষ্কাশন নালার ব্যবস্থা রাখুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

পাট:

- জমি আগাছামুক্ত রাখুন।
- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- রোগবালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- বিছা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে
  - ডিম সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন
  - আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন
  - প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে ইমিডাক্লোপ্রিড মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ঘোড়া পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে ইমিডাক্লোপ্রিড মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

পান:

- দমকা হাওয়ায় বরজের বেড়া ভেঙে গেলে দ্রুত মেরামত করে নিন।
- নিয়মিত আন্ত:পরিচর্যা করুন।
- শিলাবৃষ্টি ও ঝড়ের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য পান পাতার বিশেষ যত্ন নিতে হবে।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

আখ:

- বিভিন্ন রোগবালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু:

- ভারী বৃষ্টিপাতের সময় গবাদি পশুকে ছাউনির নীচে রাখুন।
- বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য পশু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী টীকা প্রদান করুন।
- বজ্রসহ বৃষ্টির সময় গবাদি পশুকে বাইরে বের হতে দেওয়া যাবে না।

হাঁসমুরগী:

- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী টীকা প্রদান করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গায় পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখুন।

মৎস্য:

- পুকুরের চারধার মেরামত করে দিন যেন মাছ পুকুরের বাইরে বের হয়ে যেতে না পারে।
- পুকুর থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দিন।
- যথেষ্ট পানি আছে, কাজেই পুকুরে মাছের পোনা ছাড়ুন।
- পোনা ছাড়ার আগে অপ্রয়োজনীয় মাছ বের করে নিন।
- যে কোন পরামর্শের জন্য স্থানীয় মৎস্য অফিসের সাথে যোগাযোগ রাখুন।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (১৭ জুন ২০২০, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ১৬ জুন ২০২০ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ১৭ জুন ২০২০ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	০৪	৩৩.৬	২৬.৮	রাজশাহী	রাজশাহী	০২	৩৬.০	২৭.০
	টাঙ্গাইল	১৬	৩৪.৫	২৫.০		ঈশ্বরদী	০৩	৩৪.০	২৬.৮
	ফরিদপুর	০১	৩২.৯	২৬.৭		বগুড়া	০২	৩৩.৭	২৬.৬
	মাদারীপুর	০৩	৩৩.০	২৬.২		বদলগাছী	৮১	৩৩.৩	২৬.০
	গোপালগঞ্জ	০২	৩৩.৩	২৫.৩		তাড়াশ	১০	৩৪.০	২৭.০
	নিক্‌লি	০৩	৩৩.১	২৪.৫					
					রংপুর	রংপুর	XX	৩৪.০	২৬.৫
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	২৪	৩৪.০	২৬.৫		দিনাজপুর	০১	৩৩.১	২৬.৫
	নেত্রকোনা	২৫	৩২.৬	২৬.৫		সৈয়দপুর	০৭	৩২.৬	২৬.৫
						তেঁতুলিয়া	২৭	২৯.২	২৪.৬
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	৩২	৩৩.২	২৫.৪		ডিমলা	৫৭	৩৩.৩	২৫.২
	সন্দ্বীপ	৩০	৩২.৮	২৫.৯		রাজারহাট	২৩	৩৩.৩	২৬.১
	সীতাকুন্ড	XX	৩৩.৬	XX					
	রাঙ্গামাটি	২৬	৩২.৮	২৫.৩	খুলনা	খুলনা	১৫	৩৩.২	২৫.৬
	কুমিল্লা	৪৩	৩২.৫	২৫.৭		মংলা	২৩	৩১.৪	২৬.৪
	চাঁদপুর	১৪	৩১.৫	২৬.০		সাতক্ষীরা	৩৩	৩২.৮	২৬.০
	মাইজদীকোর্ট	১৮	৩১.৬	২৬.২		যশোর	১৮	৩৫.০	২৫.৬
	ফেনী	১৪	৩৩.৫	২৬.০		চুয়াডাঙ্গা	২০	৩৩.৭	২৬.০
	হাতিয়া	৩৪	৩০.৫	২৫.৮		কুমারখালী	১৬	৩২.৬	২৬.০
	কক্সবাজার	১২৩	৩০.২	২৫.৫					
	কুতুবদিয়া	৮৪	XX	২৬.০	বরিশাল	বরিশাল	৫৪	৩১.৮	২৫.৭
	টেকনাফ	XX	৩০.২	২৩.৫		পটুয়াখালী	০৮	৩০.৮	২৬.৩
						খেপুপাড়া	২৮	৩১.০	২৫.৬
সিলেট	সিলেট	০৪	৩৪.৯	২৬.৪		ভোলা	৪০	৩০.০	২৬.৩
	শ্রীমঙ্গল	সামান্য	৩৫.০	২৫.৮					

প্রধান বৈশিষ্ট' সমূহঃ-:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৫.০০ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ৩.৫০ মিঃ মিঃ ছিল।

সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

পূর্বাভাসঃ খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ী দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে।

ভারী বর্ষণঃ পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে ভারী (৪৪-৮৮ মি.মি.) থেকে অতি ভারী (≥ ৮৯ মি.মি.) বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রা ঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা (১-২) ডিগ্রী সেঃ হ্রাস পেতে পারে ।

সপ্তাহের শেষে (১৬ জুন ২০২০ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন

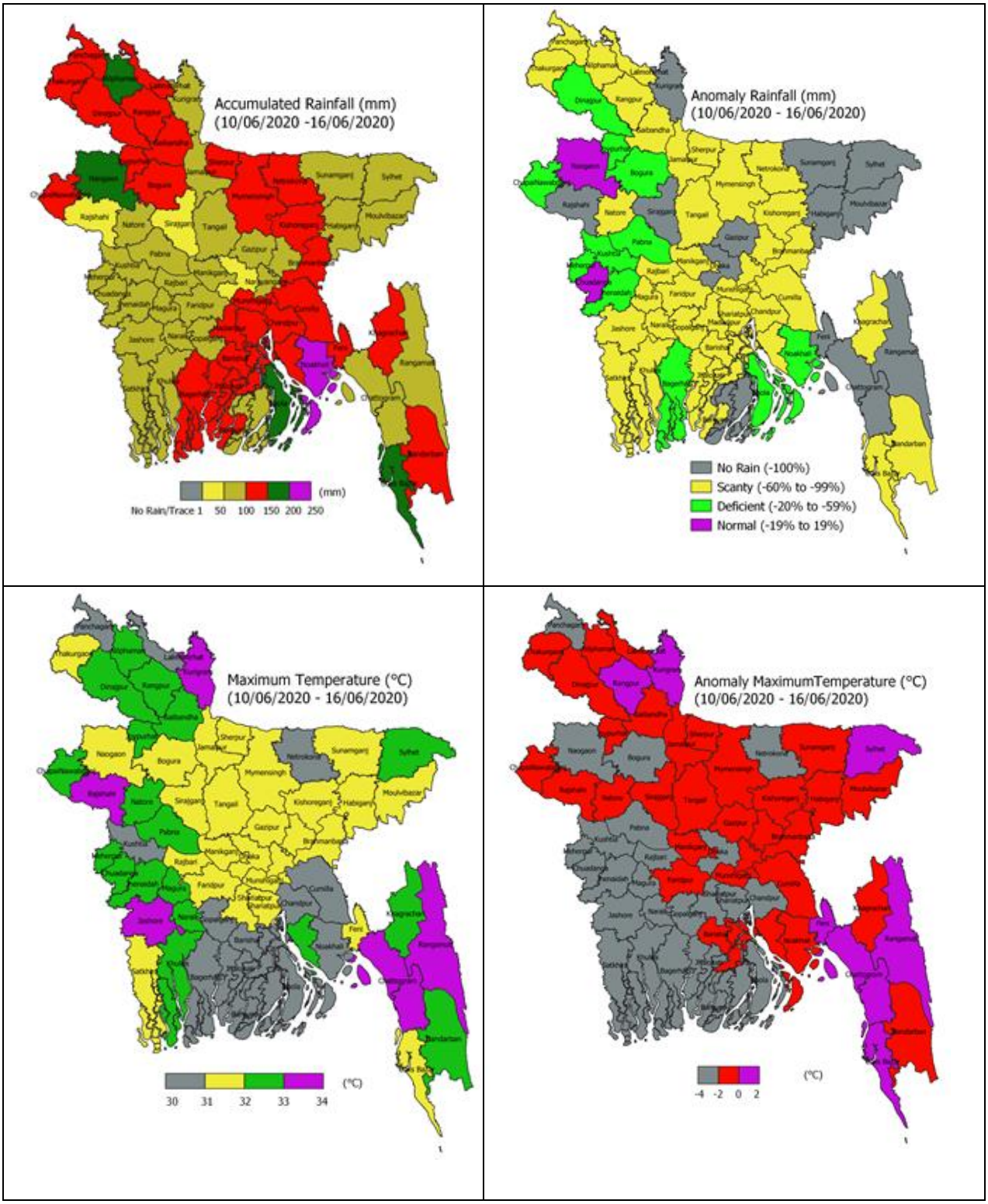

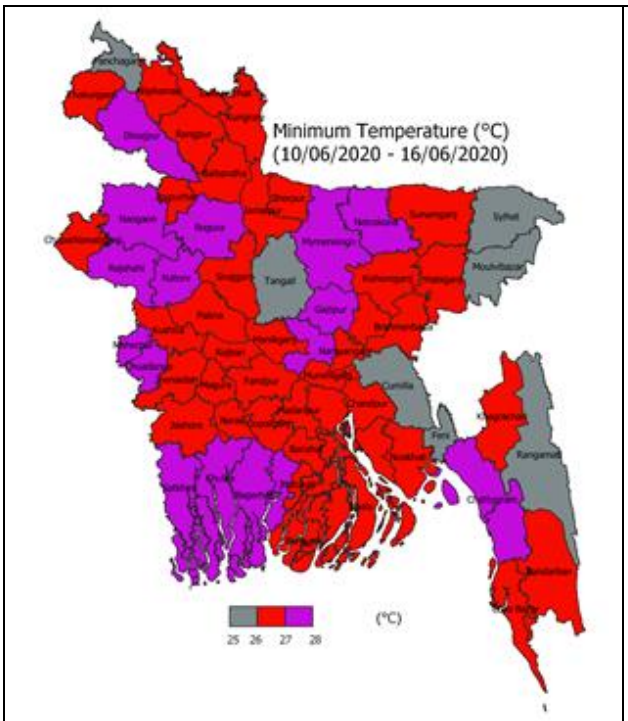
Minimum Temperature (°C)
(10/06/2020 - 16/06/2020)
25 26 27 28
(°C)

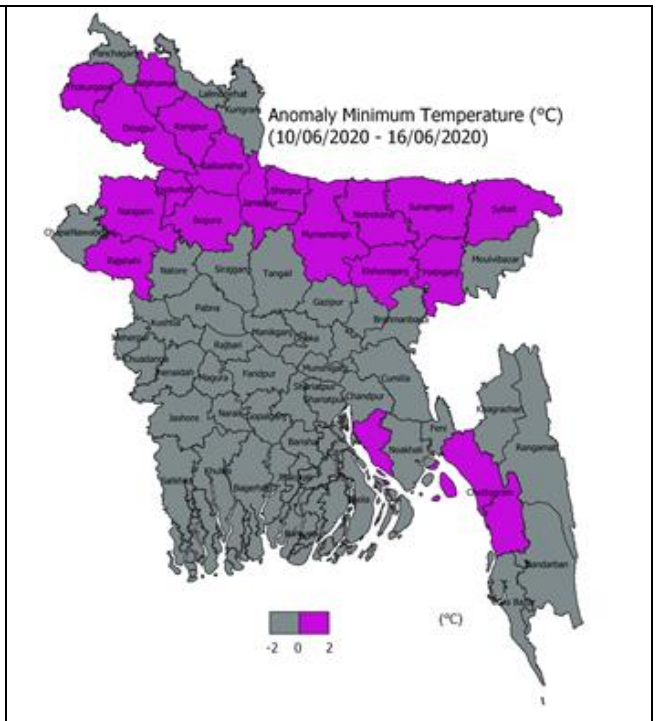
Anomaly Minimum Temperature (°C)
(10/06/2020 - 16/06/2020)
-2 0 2
(°C)

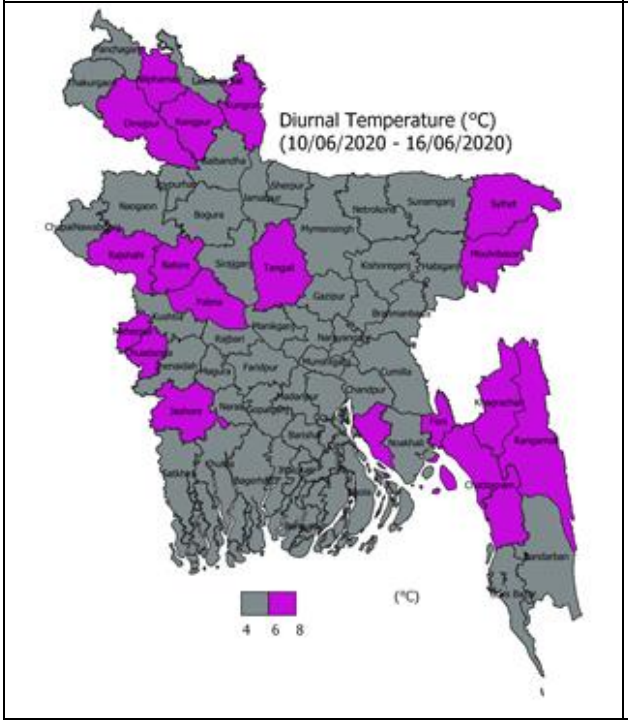
Diurnal Temperature (°C)
(10/06/2020 - 16/06/2020)
4 6 8
(°C)

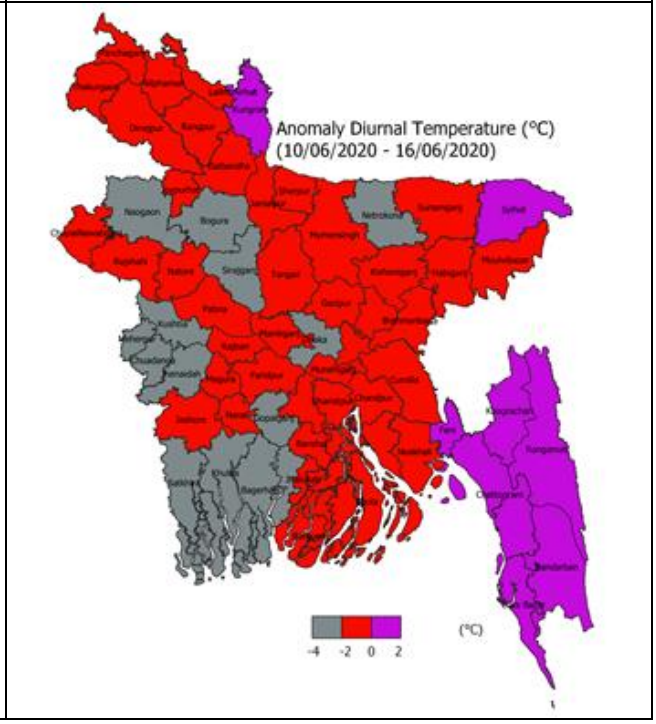
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(10/06/2020 - 16/06/2020)
-4 -2 0 2
(°C)

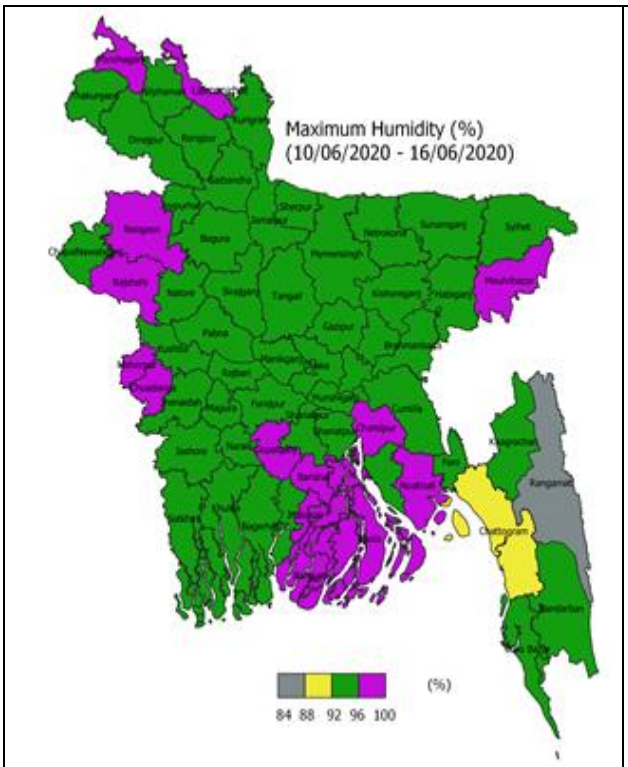
Maximum Humidity (%)
(10/06/2020 - 16/06/2020)
(%)
84 88 92 96 100

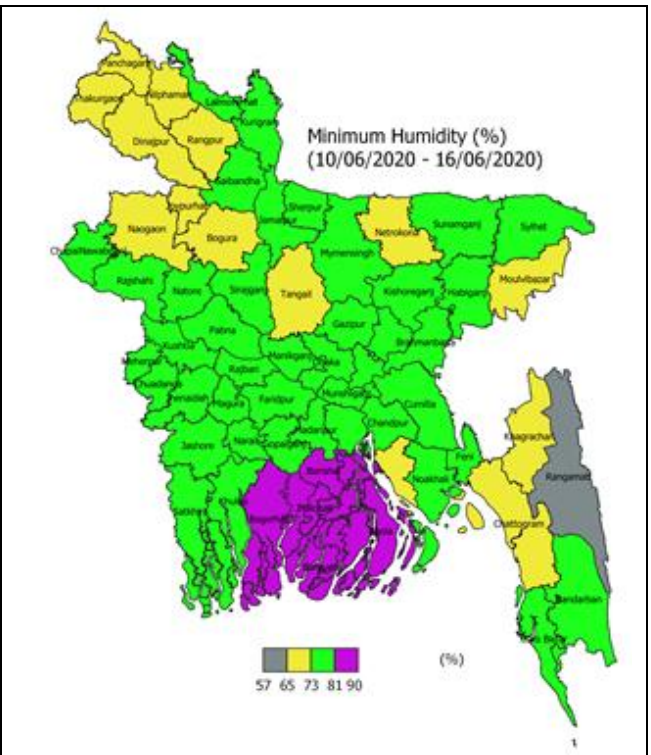
Minimum Humidity (%)
(10/06/2020 - 16/06/2020)
(%)
57 65 73 81 90

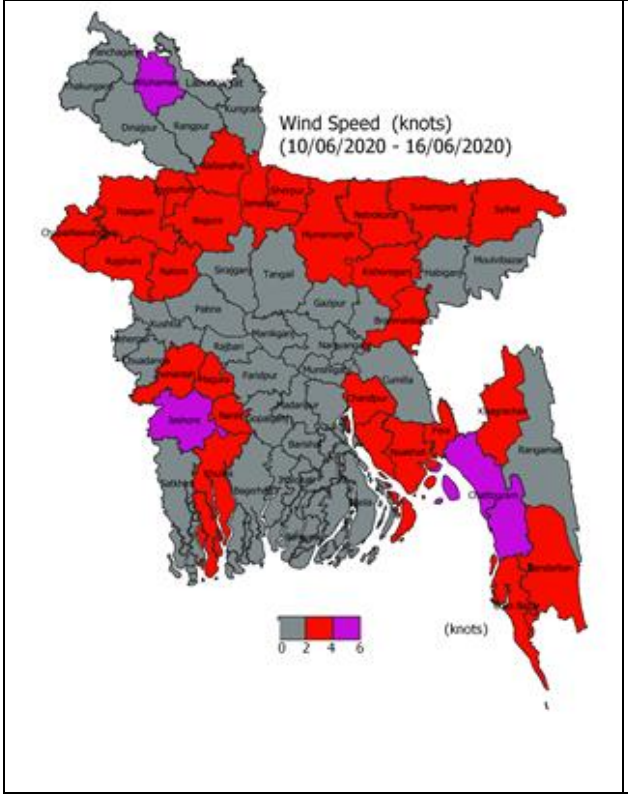
Wind Speed (knots)
(10/06/2020 - 16/06/2020)
(knots)
0 2 4 6

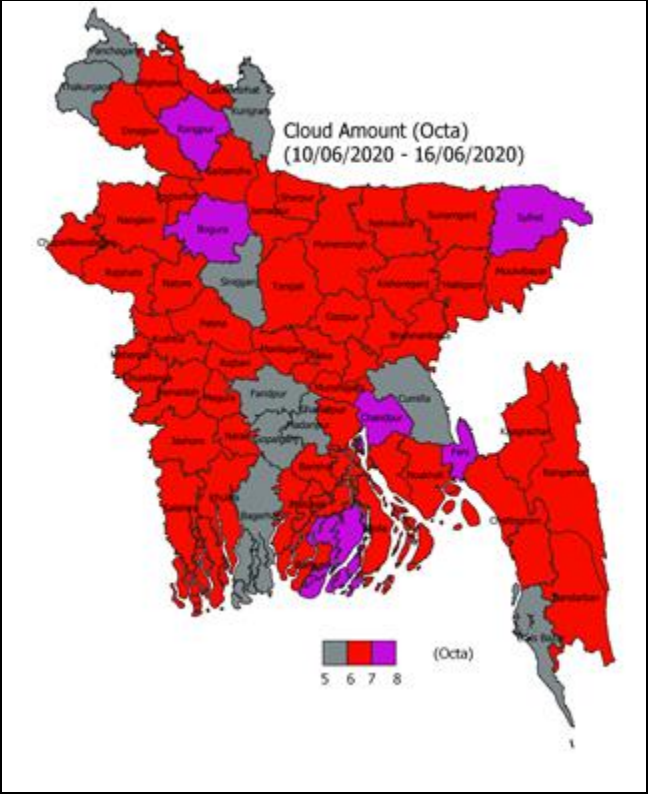
Cloud Amount (Octa)
(10/06/2020 - 16/06/2020)
(Octa)
5 6 7 8

আবহাওয়া পূর্বাভাস

আবহাওয়া পূর্বাভাস ১০/০৬/২০২০ হতে ১৭/০৬/২০২০ তারিখ পর্যন্তঃ

এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৫.০০ থেকে ৬.০০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে ।

এ সপ্তাহে সপ্তাহের বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ৩.০০ মিঃ মিঃ থেকে ৪.০০ মিঃ মিঃ থাকতে পারে।

- এ সময়ে খুলনা, বরিশাল, ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, এবং রংপুর বিভাগের অধিকাংশ স্থানে অস্থায়ী দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ হাল্কা (০৪-১০ মি. মি./প্রতিদিন) থেকে মাঝারি (১১-২২ মি. মি./প্রতিদিন) ধরণের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে এবং দেশের কিছু কিছু স্থানে মাঝারি ধরণের ভারী (২৩-৪৩ মি. মি./প্রতিদিন) থেকে ভারী (৪৪-৮৮ মি. মি./প্রতিদিন) বর্ষণের সম্ভবনা রয়েছে।

- এ সময়ে সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (১৭ জুন হতে ২১ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

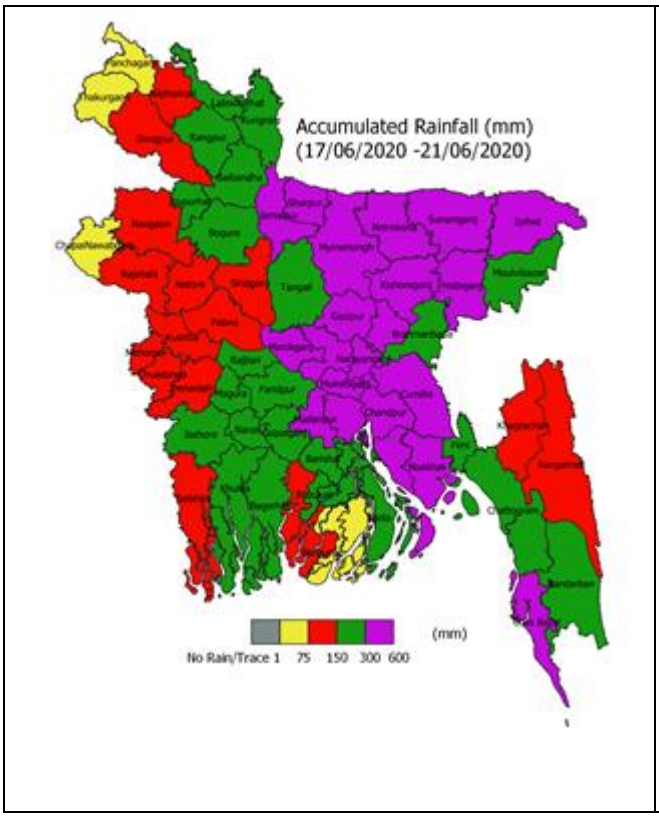

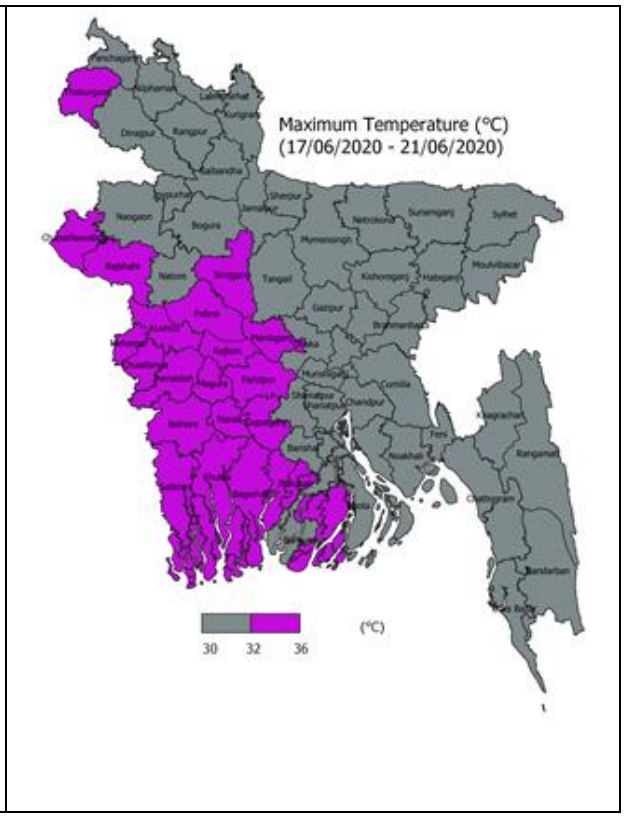

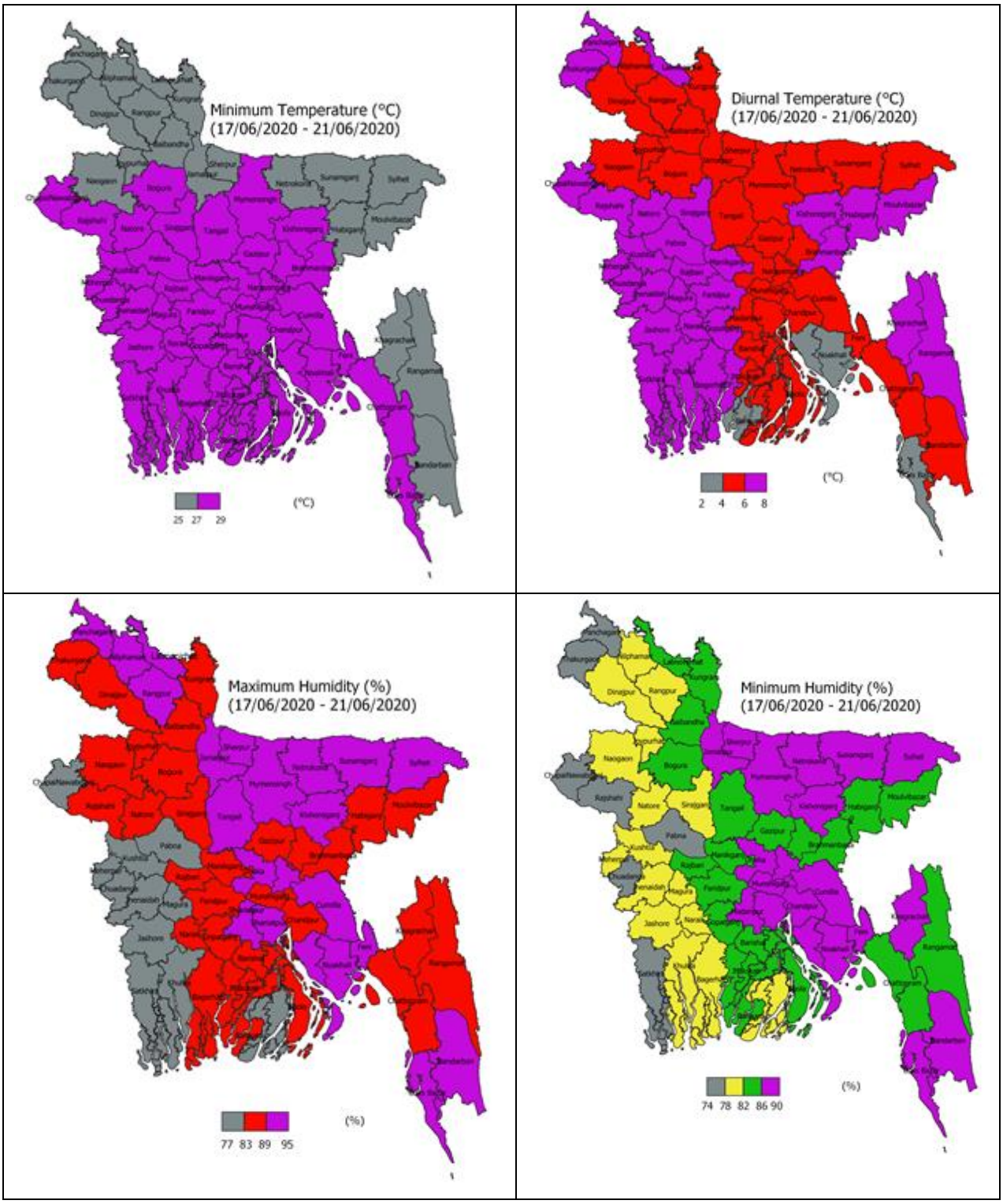
Minimum Temperature (°C)
(17/06/2020 - 21/06/2020)
25 27 29
(°C)
Diurnal Temperature (°C)
(17/06/2020 - 21/06/2020)
2 4 6 8
(°C)
Maximum Humidity (%)
(17/06/2020 - 21/06/2020)
77 83 89 95
(%)
Minimum Humidity (%)
(17/06/2020 - 21/06/2020)
74 78 82 86 90
(%)

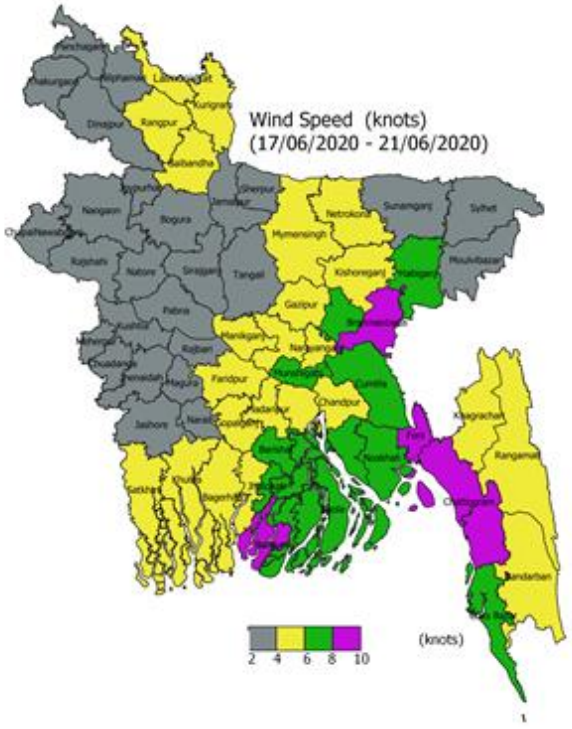

Wind Speed (knots)
(17/06/2020 - 21/06/2020)
2 4 6 8 10
(knots)

বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ **থেকে প্রাপ্ত তথ্যঃ**

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week. No. 23 (02 June-08 June 2020) over Agricultural regions of Bangladesh

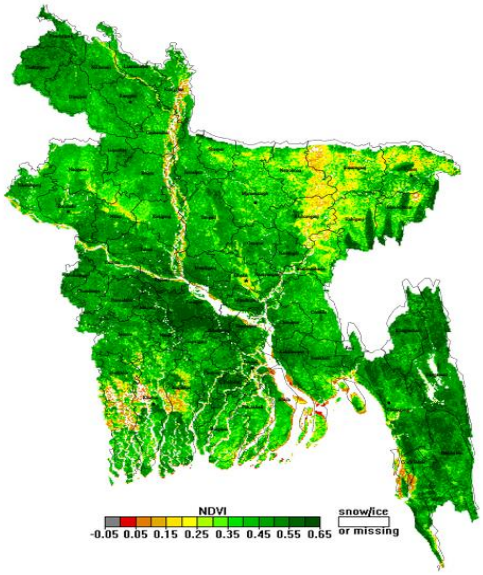

NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week No. 23 (02 June-08 June 2020) over Agricultural regions of Bangladesh

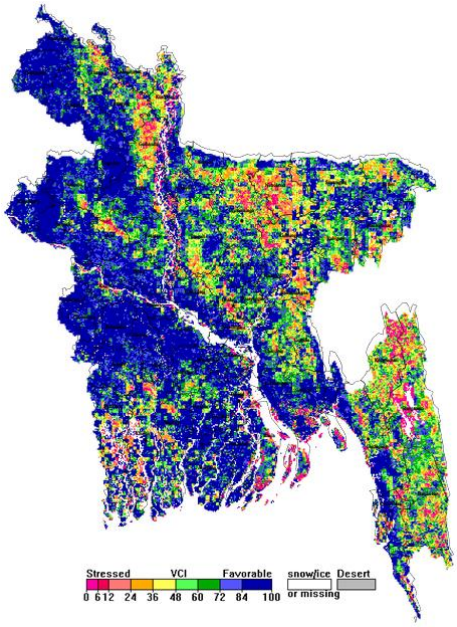

NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week No. 23 (02 June-08 June 2020) over Agricultural regions of Bangladesh

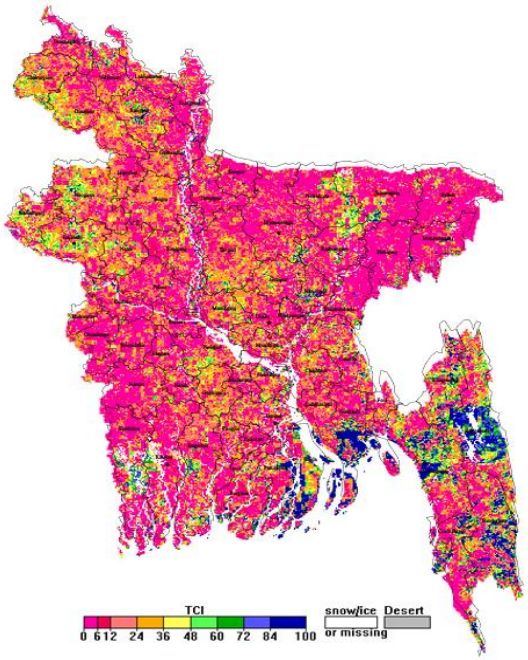

NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week No. 23 (02 June-08 June 2020) over Agricultural regions of Bangladesh

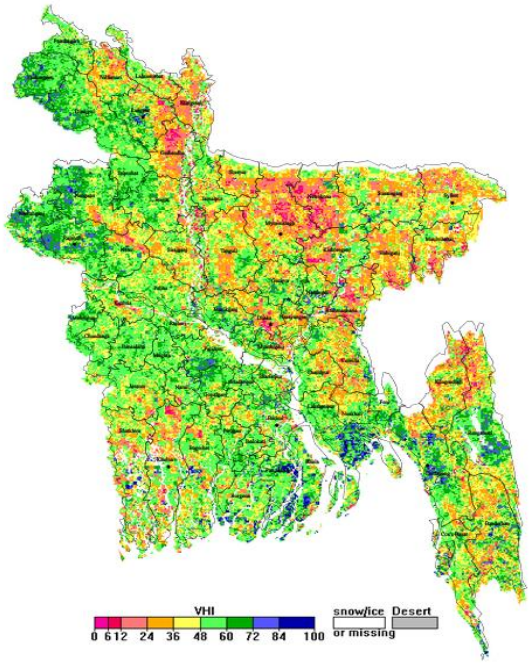

Monitoring Meteorological Drought in Bangladesh using Standardized Precipitation Index (SPI)

দেখা গেছে যে গত চার সপ্তাহের মধ্যে (মে সহ) ২০২০ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত জেলাগুলিতে অত্যন্ত ভেজা পরিস্থিতি বিরাজ করছে এবং হালকা থেকে মাঝারিভাবে ভেজা পরিস্থিতি দক্ষিণ ও মধ্য অংশে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিরাজ করছে, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল গত চার সপ্তাহ ধরে শুকনো পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ।

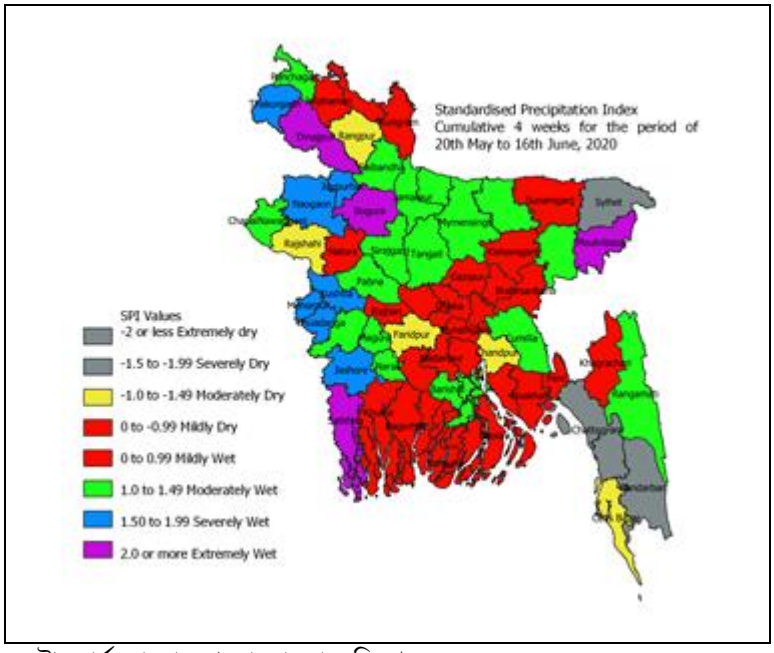

ডেটা সোর্স: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর